নারীপক্ষ
ক্লাউড স্টোরেজ ব্যবহার বিষয়ক নির্দেশিকা

১. ভূমিকা

নারীপক্ষ'র গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ক্লাউডে (ইন্টারনেট-ভিত্তিক স্টোরেজ) রাখা হয়। তাই এই নির্দেশিকা বানানো হয়েছে যেন সেই তথ্যগুলো নিরাপদ থাকে, গোপন থাকে এবং নিয়ম-কানুন মেনে ব্যবহার করা হয়, কারণ এটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন মেনে ডাটার সুরক্ষা ও জবাবদিহিতার দিকগুলো নির্দেশ করে।

২. প্রযোজ্যতা

এই নির্দেশিকা নারীপক্ষ'র সব সদস্য, কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক, অংশীদার ও যেসব সেবাদাতা ক্লাউডে ডাটা ব্যবহার করেন-সবার জন্য প্রযোজ্য।

৩. ডাটা মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা

- ক্লাউডে রাখা সব তথ্যের মালিক নারীপক্ষ।
- যেসব সেবাদাতা নারীপক্ষ'র ডাটা ব্যবহারে যুক্ত, তাদের অবশ্যই প্রযোজ্য আইন ও নারীবাদী গোপনীয়তা নীতিমালা মেনে চলতে হবে।
- শুধুমাত্র যাদের অনুমতি আছে, তারাই তথ্য ব্যবহার করতে পারবে। তথ্য ব্যবহারে 'যার যতটুকু দরকার, ততটুকু' নীতিতে চলতে হবে।

৪. তথ্য সুরক্ষা ও গোপনীয়তা

- তথ্য পাঠানো বা সংরক্ষণের সময় নিরাপদ কোডিং (এনক্রিপশন) ব্যবহার করতে হবে।
- ক্লাউডে ঢোকার সময় মাল্টি-ফ্যাক্টর লগইন (যেমন পাসওয়ার্ড + কোড) লাগবে।
- সংবেদনশীল ডাটা যেমন ব্যক্তিগত তথ্য বা সুবিধাভোগীর তথ্য-যথাসম্ভব বেনামীভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।
- ব্যবহৃত ক্লাউড সেবা অবশ্যই সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ডাটা সুরক্ষা আইন মেনে চলবে।

৫. নৈতিকভাবে তথ্য ব্যবহার

- নারীপক্ষ নারীবাদী মূল্যবোধ অনুসরণ করে ডাটা ব্যবহারে সম্মতি, গোপনীয়তা ও অপব্যবহার রোধ নিশ্চিত করে।
- অনুমতি ছাড়া সুবিধাভোগীদের তথ্য অন্য কাউকে দেওয়া যাবে না।
- তথ্য শুধু নির্দিষ্ট কাজেই ব্যবহার করতে হবে, নজরদারি বা অপব্যবহার করা যাবে না।

৬. প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ

- সব কর্মীকে নারীপক্ষ'র অফিসিয়াল অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে হবে-ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট নয়।
- কে কোন ডাটা দেখতে বা ব্যবহার করতে পারবে, তা তার দায়িত্বর ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।
- নিয়মিত লগ চেক ও নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রবেশাধিকার যাচাই করা হবে।

৭. তথ্য সংরক্ষণ ও অপসারণ

- ডাটা কতদিন সংরক্ষণ করা হবে, তা আইন ও নৈতিকতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।
- অপ্রয়োজনীয় বা মেয়াদোত্তীর্ণ ডাটা নিরাপদভাবে মুছে ফেলা হবে।
- তথ্য হারিয়ে না যায়, সে জন্য ব্যাকআপ রাখা হবে।

৮. সম্মতি ও জবাবদিহিতা

- একজন ডাটা সুরক্ষা কর্মকর্তা থাকবেন, যিনি দেখবেন নিয়ম মানা হচ্ছে কি না।
- কোনো সমস্যা হলে সঙ্গে সঙ্গে জানাতে হবে, এবং তার সমাধান করতে হবে।
- কর্মীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে যেন সবাই সচেতন থাকেন।

৯. নীতি পরিবর্তন বা হালনাগাদ

এই নির্দেশিকা প্রতি বছর পর্যালোচনা করা হবে, যাতে এটি বর্তমান আইন ও নারীবাদী নৈতিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে।

অনুমোদিত কর্তৃপক্ষ:

নারীপক্ষ

গীতা দাস
সভানেত্রী, নারীপক্ষ

তারিখ: ২৭/০৭/২০২৫